কালের কণ্ঠ

তারিখ · 29 DEC 2016
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২

মো. মাহমুদুর রহমান ▷

শিশুর কাঁধে শিক্ষার অসহনীয় ভার

একটি শিশু পৃথিবীতে আসে অমিত সম্ভাবনা নিয়ে। জন্মের পর শিশুর বেড়ে ওঠা শুরু হয়। এই বড় হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই সম্ভাবনা ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য শিশুটির পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পালন করতে হয় গুরুদায়িত্ব। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যর্থতা শিশুর সম্ভাবনার দরজাগুলো বন্ধ করে দেয় ধীরে ধীরে। উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ যখন শিশুবান্ধব হয় তখনই শিশু প্রস্ফুটিত হয়, ছড়ায় সৌরভ।

বাস্তবতা বড়ই করুণ! এই মুহূর্তে পৃথিবীর অনেক শিশু শিক্ষা বা উপযুক্ত পরিবেশের কথা ভাবতেও পারছে না। তাদের কাছে বেঁচে থাকার স্বপ্নই দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলমান শিশুদের কথাই ভাবুন। তাদের কাছে শিক্ষা হয়তো কল্পনাবিলাস!

ইয়েমেনের প্রতি ১০টি শিশুর মধ্যে আটটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। আর অপুষ্টিজনিত কারণে প্রতি ১০ মিনিটে একটি শিশু মারা যাচ্ছে বলে আল জাজিরার রিপোর্টে উঠে এসেছে। ফিলিস্তিনের শিশুদের কষ্টের কথা হারিয়ে গেছে সিরিয়ার আলেপ্পোর সাম্প্রতিক হত্যাযজ্ঞে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা হত্যার শিকার অনেক যুবকের শিশুসন্তানরা পথ চেয়ে থাকত তাদের বাবার ফিরে আসার। স্বাভাবিক জীবনের কিছুই ছিল না তাদের।

এসব হতভাগ্য শিশুর কথা চিন্তা করলে কষ্ট হয় ঠিকই, তবু থেমে থাকার সুযোগ নেই। যেসব শিশু নিরাপদ রয়েছে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রা থেমে যাবে।

আমাদের দেশেও ইদানীং শিশুশিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্র ও অভিভাবকদের বেশ যত্নশীল মনে হয়। শিক্ষার বিষয়ে এই আগ্রহের সুযোগে সমাজে বিভিন্ন কারিকুলামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা। এ ছাড়া ইংলিশ মিডিয়াম, কিন্ডারগার্টেনসহ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব জায়গার মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নত হওয়ায় অভিভাবকদের শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পছন্দ বেসরকারি বিভিন্ন মিডিয়ামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। যারা আর্থিকভাবে সচ্ছল নয় শুধু তারাই এখন বাধ্য হয়ে শিশুদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে থাকে। তবে গ্রামাঞ্চলে এখনো পর্যাপ্ত ইংলিশ মিডিয়াম ও কেজি স্কুল না থাকায় অনেকেই বাধ্য হয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তান ভর্তি করে থাকে। অনেকেই আবার গ্রাম থেকে শহরমুখী হয় শুধু শিশুদের ভালো স্কুলে ভর্তি করার জন্য। প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস ও পদ্ধতি সবার জন্য একই রকম করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা থাকলেও সরকার এখনো তা করতে সক্ষম হয়নি।

এই বেসরকারি বাহারি নামের ব্যবসায়িক প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও রয়েছে প্রতিযোগিতা। কোন প্রতিষ্ঠান কত বেশি পড়াশোনা করাতে সক্ষম তা নিয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের রয়েছে নিজস্ব পরিকল্পনা। অভিভাবকরা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এলে এ পরিকল্পনাগুলো পরখ করে সিদ্ধান্ত নেয় কার সন্তান কোথায় ভর্তি করবে। অনেকে কোনো ধরনের যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে শহরের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানে নিজ সন্তানকে ভর্তি করায় তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস রক্ষার জন্য কর্তব্য মনে করে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে শিশুদের পিঠে তুলে দেয় ভারী বইয়ের ব্যাগ। এ ব্যাগে বইয়ের সঙ্গে প্রচুর খাতাও রাখতে হয়। খাতাগুলো আবার নির্দিষ্ট লাইব্রেরি থেকে কিনতে হয় ন্যায্য দামের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দাম দিয়ে। সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট একটি রিটের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বইয়ের ব্যাগের ওজন হতে হবে ছাত্রের ওজনের ১০ ভাগের ১ ভাগ। এ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ছয় মাসের মধ্যে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, আদালতের আদেশ মেনে সবাই শিশুর ওপর থেকে বইয়ের বোঝা কমাতে সচেষ্ট হবে।

কিছু ক্ষেত্রে অসচেতনতার কারণে অভিভাবকরা শিশুর মাথায় কিছু অদৃশ্য বোঝা চাপিয়ে দেন। দৃশ্যমান বইয়ের বোঝা থেকেও অভিভাবকদের প্রত্যাশার বোঝা শিশুদের বেশি ক্ষতি করে। অনেকেই ধরে নেন একটি শিশুকে স্কুলে ভর্তির পরই নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে। তাদের চাপের মুখে শিশু আর শিশু থাকে না। শৈশবে থাকবে খেলাধুলা, দুষ্টুমির ফাঁকে ফাঁকে শিশুকে ধীরে ধীরে পড়াশোনায় অভ্যস্ত করার চেষ্টা। এ চেষ্টা এমন হতে হবে যাতে শিশু বিরক্ত না হয়। শিশুটি পড়াশোনাকে বিরক্তিকর কাজ ভেবে এ ব্যাপারে নেতিবাচক হয়ে বড় হতে পারে। এতে শিশুটির পড়াশোনা না-ও হতে পারে জীবনে। সব শিশুর সব বিষয়ে সমান আগ্রহ হয় না। দেখা যায় কোনো শিশু স্কুলের পড়াশোনাকে প্রথম থেকেই খুব আগ্রহের সঙ্গে নিচ্ছে। এতে তার পরীক্ষার ফলও ভালো হচ্ছে। একই ক্লাসের অন্য শিশুটি হয়তো একই বয়সে সমান মনোযোগী নয়। ফলে তার ফল অপেক্ষাকৃত খারাপ হয়। এখন যার ফল খারাপ হলো সেই শিশুর অভিভাবক যদি এ নিয়ে শিশুটিকে তিরস্কার করে তাহলে হয়তো শিশুটির মনে হীনম্মন্যতা দেখা দিতে পারে। শিশুর পরীক্ষার ফল যা-ই হোক তাকে প্রশংসা করুন। নতুবা হিতে বিপরীত হতে পারে। জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আজকের শিশুদের আনন্দময় শৈশবের ওপর—এ বিষয়টি সবার মাথায় রাখতে হবে।

লেখক : ব্যাংকার ও কলাম লেখক
mahmudpukra@gmail.como

> বেসরকারি বাহারি নামের ব্যবসায়িক প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও রয়েছে প্রতিযোগিতা। কোন প্রতিষ্ঠান কত বেশি পড়াশোনা করাতে সক্ষম তা নিয়ে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের রয়েছে নিজস্ব পরিকল্পনা। অভিভাবকরা নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এলে এ পরিকল্পনাগুলো পরখ করে সিদ্ধান্ত নেয় কার সন্তান কোথায় ভর্তি করবে